গুচ্ছ ভর্তির জন্য ফের বিশ^বিদ্যালয়ে চিঠি মন্ত্রণালয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (জিএসটি) গুচ্ছ থেকে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এ প্রক্রিয়ায় থাকতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের দফায় দফায় চিঠি ও নির্দেশনা দিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমনকি শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ স্বাক্ষরিত একটি আধা সরকারি পত্রও প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ গতকাল মন্ত্রণালয় থেকে গুচ্ছ ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে একটি জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়।

UNIBOTS

এর আগে ১ ডিসেম্বর শিক্ষা উপদেষ্টা একটি চিঠিতে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের গুচ্ছ ভর্তিব্যবস্থা অনুসরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। এরপর ১০ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয় থেকে গুচ্ছ ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আরেকটি চিঠি দেওয়া হয়। দফায় দফায় দেওয়া এসব চিঠির বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় থেকে এসব গুচ্ছ ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে একটি জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীবান্ধব একটি কার্যক্রম হিসেবে গুচ্ছ পদ্ধতি ইতোমধ্যে জনমনে আস্থা অর্জন করেছে। এ পদ্ধতিতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথকভাবে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত, আবাসন ও অন্যান্য খরচ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। গুচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি মানসম্মত প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে মেধাভিত্তিক ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা একাধিক ভর্তি পরীক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গত ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

তবে সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব উদ্যোগে পৃথকভাবে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য তা বাড়তি আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে এবং জনমনে শিক্ষা প্রশাসনের প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করবে। এ অবস্থায় গুচ্ছ ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে গুচ্ছভুক্ত বিশ^বিদ্যালয়ের ভিসিদের অনুরোধ করা হল।

এদিকে গুচ্ছ বহাল রাখার দাবিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। গতকাল রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে শিক্ষার্থীদের ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। শিক্ষার্থীদের ওই দলে ছিলেন আবদুল মালেক সিয়াম, মো. ফাহাদ হোসেন, মোছা, ইফফাত ও মো. নিবিড় হোসেন।